বিষ্ণু অবতার রাম রাজার কুমার।
ভার্য্যাসহ বনবাসী চৌদ্দবৎসর।।
কা'র লঙ্কা কা'র হল কেবা নিল ধন?
কোথা সে ত্রিলোক জয়ী লঙ্কেশ রাবণ?
রাজপুত্রবধূ রাজকন্যা সেই সীতা।
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী দেবী শ্রীরাম-বণিতা।।
কোথা ব'ল রাজ্যধন কোথা র'ল পতি?
আজন্ম বনবাসী কতই দুর্গতি।।
যদি বল ঈশ্বরের লীলা এ সকল।
সত্য কিন্তু কর্ম অনুসারে ফলে ফল।।
একই মানুষ সবই একই শহরে।
একই ব্যবসা করে একই বাজারে।।
কেহ দুঃখী কেহ সুখী কেহ পরাধীন।
কেহ লক্ষপতি হয় কারো হয় ঋণ।।
অর্থে কিবা স্বার্থ শুধু অনর্থের গোল।
কৃষ্ণপদ স্বার্থ ভেবে বল হরিবল।।"

নাম প্রচার ও ভক্ত সমাগম

একদিন লক্ষ্মীমাতা বাক্যের প্রসঙ্গে।
মধুমাখা বাক্যে ঠাকুরকে বলে রঙ্গে।।
লক্ষ্মীমাতা বলে "প্রভু! নাহি কর কার্য্য।
পুত্রকন্যা জন্মিয়াছে নাহি কর গ্রাহ্য।।
ঠাকুরালী কর সদা ল'য়ে ভক্তগণ।
কেমনে চলিবে এদের ভরণপোষণ?
ইহাদের কি হইবে নাহি ভাব মনে।
আমি একা কি করিব তব দয়া বিনে।।
ঠাকুর বলেন "আমি কি কার্য্য করিব?
যাহা করে জগবন্ধু গৃহে ব'সে র'ব।।
জমাজমি কৃষিকার্য্য কিছুই না মানি।
জনমে জনমে মাত্র গরু রাখা জানি।।
জমিজমা চাষ কার্য্য কিছু না করিব।
এইমত ঠাকুরালী করিয়া ফিরিব।।
দেখি ঈশ্বরের দয়া হয় কিনা হয়।
দেখি প্রভু মোরে খেতে দেয় কিনা দেয়?"
ইহা বলি মহাপ্রভু ফিরিয়া ঘুরিয়া।
দুই তিন দিন ওড়াকান্দীতে রহিয়া।।
নিজবাটী না আইসে রহে অন্য ঘর।
চারিদিন পরে গেল রাউৎখামার।।
রাউৎখামার রামচাঁদ বাড়ী যান।
রামচাঁদ করেন প্রভুকে হরিজ্ঞান।।
আত্ম সমর্পিয়া ভক্তি করে রামচাঁদ।
ভক্তিতে হ'লেন বাধ্য প্রভু হরিচাঁদ।।
শ্রীবংশীবদন আর শ্রীরামসুন্দর।
বাসীরাম কাশীরাম শ্রীরামকিশোর।।
বালাদের বাড়ী প্রভু দু'দিন থাকিল।
বালারা স্বগণসহ মাতিয়া উঠিল।।
ভক্তগণ সঙ্গে করি হরিপ্রেম রসে।
নামগান ভাবে মত্ত মনের উল্লাসে।।
দেশ ভরি শব্দ হ'ল মধুর মধুর।
যশোবন্ত-ছেলে হরি হ'য়েছে 'ঠাকুর'।।
রোগ যুক্ত লোক যত প্রভু স্থানে যায়।।
কীর্ত্তনের ধুলা অঙ্গে মাখিবার কয়।।
অমনি সারিয়া ব্যাধি করে সংকীর্ত্তন।
কেহ বা লোটায় ধ'রে প্রভুর চরণ।।
কেহ কেহ মনে মনে করেন মানসা।
'ব্যাধিমুক্তি হোক্ মোর পূর্ণ হোক্ আশা।।
হরি লুঠ দিব এনে শ্রীহরির স্থানে।
কেহ কেহ 'মুদ্রা দিব' মনে মনে মানে।।
কীর্ত্তনে আসিয়া কেহ গায়ে মাখে ধুলি।
রোগ মুক্ত হ'য়ে নাচে দুই বাহু তুলি।।
কখন কখন প্রভু নিজ ভক্ত সঙ্গে।
হাঁসে কাঁদে নাচে গায় কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।।